সংস্কার কার্যক্রম

সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও তা সুষ্ঠুখাতে সঞ্চালনে এবং রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়াস জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন এবং রাজস্ব সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশনদ্বয়ের অন্তবর্তীকালীন সুপারিশসমূহ ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নের সময় বিবেচনায় আনা হয়। এই প্রথমবারের মত সরকার ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেটের অর্ধ বার্ষিক পর্যালোচনার কার্যক্রম সম্পন্ন করে। উক্ত পর্যালোচনার ফলাফল ২০০২-০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হবে।

সরকারি খাতের কর্মকান্ডের উন্নতি বিধানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, ট্যারিফ হার যৌক্তিকীকরণ এবং রাজস্ব আদায় কার্যক্রমের উন্নতি সাধন এবং ভোক্তারা যাতে অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা (value for money) দেখতে পায় সে জন্য সরকার একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকার একটি অন্তবর্তীকালীন বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ কাঠামো গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

সর্বোচ্চ ট্যারিফ হার ৫ শতাংশ হ্রাস করে বাণিজ্য ব্যবস্থা (trade regime) আরও উদার করা হয়েছে। ৩১ প্রকার বিভিন্ন হারের সম্পূরক করের সংখ্যা ৫-এ নামিয়ে এনে সম্পূরক কর স্কিম আরও যৌক্তিক করা হয়েছে। সকল প্রকার আমদানির উপর থেকে আমদানি লাইসেন্স ফি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে গড় ট্যারিফ সংরক্ষণ (tariff protection) আরও হ্রাস পেয়েছে। এই উদারিকরণের ধারা ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেটেও অব্যাহত থাকবে। এছাড়া সরকার MFA-পরবর্তী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য একটি সমন্বিত নীতি-কাঠামোও প্রণয়ন করছে।

দারিদ্র নিরসন ও প্রবৃদ্ধির উপর টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার টেলিযোগাযোগ খাতে সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ডকে কর্পোরেশনে রূপান্তরিতকরণের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন। এছাড়া ব্যক্তিখাতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ অনুমোদন করা হয়েছে।

আর্থিক খাতে অধিকতর শৃংখলা আনয়ন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনায় স্বায়ত্তশাসনের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ব্যাংকিং কোম্পানিজ অ্যাক্ট এবং ব্যাংক (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া Money Laundering Prevention Act বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

পুঁজি বাজারের সুষ্ঠু বিকাশ ও স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে জাতীয় সংসদে সেন্ট্রাল ডিপজিটরী সিস্টেম (সিডিএস সংশোধন) বিল, ২০০২ পাশ, পুঁজি বাজারের ওয়েব সাইট চালুকরণ, কর্পোরেট কর হার হ্রাসকরণসহ বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম চালু হয়েছে। ফলে ২০০১-০২ অর্থবছরের তুলনায় ২০০২-০৩ অর্থবছরে পুঁজি বাজারে দৈনিক গড় লেনদেন ও সার্বিক শেয়ার মূল্য সূচক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ পর্যন্ত আইপিও (Initial Public Offer) -এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ ১৪৬.০০ মিলিয়ন টাকা। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থায়নায়ও ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়েছে। ৩১মে ২০০৩ থেকে বাংলাদেশ সরকার ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু করেছে। নতুন প্রবর্তিত ব্যবস্থায় মুদ্রা বাজারে কোন সংকট দেখা দিলে বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি ডলার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে পারবে।

বর্তমান সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহে সংস্কার আনয়নের অঙ্গীকার নিয়ে একটি সংশোধিত বেসরকারিকরণ নীতিমালা অনুমোদন করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সকল সংস্থার বাজেট নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের প্রারম্ভে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এক সাহসী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিল ক্রমাগত লোকসানের কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে মোট বার্ষিক ক্ষতিতে যার হিস্‌সা ছিল ১০ শতাংশ। ইতোমধ্যে আরও প্রায় ২৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইতোমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিংবা আকার-আয়তন হ্রাস (downsize) করা হয়েছে । ফলে লোকসানের পরিমাণ ৩৩০০ কোটি টাকা থেকে ১৩৮৮ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। দেশের অর্থনীতির স্বার্থ বিবেচনায় রেখে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সংস্কর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে এই সংস্কারের পাশাপাশি চাকুরীচ্যুতদের সন্তোষজনক পর্যায়ের ক্ষতিপূরণ এবং দরিদ্রদের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিও রাখা হয়েছে।

২০০২-০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে বেসরকারিকরণের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ছাঁটাইকৃত কর্মচারীদের প্রাপ্য সুবিধা এবং বকেয়া পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয় বাবদ বড় অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ রাখা হবে। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির গম প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠায় এসব কর্মসূচির পরিবর্তে নতুন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। নতুন কর্মসূচি অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা নগদ অর্থ উপ-বৃত্তি হিসেবে পাবে। উল্লেখ্য যে, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ইতোমধ্যে কতিপয় 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি'র আওতায় গমের পরিবর্তে নগদ অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। সরকার মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এ কারণে সরকার মহিলা উপ-বৃত্তি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করেছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার জরুরি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার ও বিপণন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং পর্যায়ক্রমে বায়ু দূষণের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত দুই ষ্ট্রোক বিশিষ্ট থ্রি-হুইলার ঢাকা মহানগরী থেকে উঠিয়ে দে'য়া হয়েছে এবং বিকল্প হিসেবে সিএনজি চালিত থ্রি-হুইলার চালু করা হয়েছে।

অনাদায়ী ঋণ আদায়সহ জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কর্মকান্ডের উন্নয়নের জন্য নতুন প্রণোদনামূলক কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোর ঋণ আদায়কারি বিভাগগুলোকে শক্তিশালী করা হয়েছে। অর্থ ঋণ আদালত আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ঋণ খেলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় প্রবিধান জারি করেছে। খেলাপি ঋণের বোঝা হ্রাসকরণসহ ব্যাংকিং সেক্টরের ঋণ ব্যবস্থাপনার উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশে প্রথম বারের মত একটি ঋণ অবলোপন নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে।